দৈনিক ইত্তেফাক

170

তারিখ SEP. 12 199?
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

প্রসঙ্গঃ মেধা তালিকা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল যখন প্রকাশিত হয়, তখন মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সচিত্র খবরাখবর ফলাও করিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্র ছাপে এবং প্রচার মাধ্যমগুলি প্রচার করে। এইসব মেধা তালিকাকে যদি শুধুমাত্র সমাজের বিত্তবান পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সাফল্যের সূচক হিসাবে ধরিয়া নেওয়া হয়, তবে কি খুব একটা বেঠিক হইবে? অনেক বিত্তবান অভিভাবক সাধারণত সেরা স্কুল-কলেজ হিসাবে পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেকোন মূল্যে তাঁহাদের সন্তানদের ভর্তি করান এবং শুধু ভর্তি করাইয়াই ক্ষান্ত হন না, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করাইবার জন্য রীতিমত তাহাদের পিছনে বিপুল অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। ফলে সেরা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ বরাবরই পরীক্ষায় ভাল করে। পাশাপাশি একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আর্থিক অসুবিধা বা পারিপার্শ্বিক জটিলতার কারণে ভাল স্কুল-কলেজে ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের প্রকৃত মেধার বিকাশ ঘটিতে পারে না। তাহাছাড়া আমাদের দেশের অনেক হতভাগ্য ছেলে-মেয়ে আছে, যাহারা স্কুলের চৌকাঠ পর্যন্ত মাড়াইবার সুযোগ পায় না। যাহারা পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান পায়, তাহারা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তবে যেখানে দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া বঞ্চনার কষাঘাতে এ দেশের অগণিত কিশোর-কিশোরী মেধা বিকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত, সেখানে পরীক্ষার মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তদের নিয়া এতটা হৈচৈ কি বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয় না?

এফ,এম আবদুর রব,
অধ্যক্ষ,
ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক
স্কুল এন্ড কলেজ,
মগবাজার, ঢাকা ১২১৭।